এই, আমরা যারা লিখি এ-ওর কাগজে
আমাদের লেখা কেউ পড়ে, -কিংবা না পড়েই
বলে -ধুর ছাই, এসব লেখার কোনো মানে হয় না!
আসলে অনেক কিছুরই কোন মানে হয়না-
যেমন ওই মাটির, যার বুকে কুড়ে কুড়ে কাদার তলে
সবুজ ধানের ক্ষেত, কুমড়ো মাচান, হলুদ ফুল
এর কোনো মানে হয়না, -
ঝড়-জল-রোদ-ঘাম গায়ে মেখে ক্ষয়ে ক্ষয়ে চাষা জীবন
রোগ-ভোগ অবধারিত মৃত্যুর তো
কোনো মানেই হয়না। ওই পাথর অচলায়তন
যার' পরে আঘাতে আঘাতে বেরিয়ে পড়ে
শ্রমিকের পাঁজর আর গড়ে উঠে নগর সভ্যতা
ইমারত বহুতল প্রাসাদ মালিকের তরে তিলে তিলে
নিঃশেষের, অবধারিত ধ্বংসের তো
কোনো মানেই হয়না। আর ঐ নদী স্রোত
নদীর পাড় ভাঙা, চলার পথ, মাঝি-নৌকার
এপার ওপার এসবের কোনো মানে হতে পারে না।
ইস্কুল বাড়ি, বি-খাতা, চক-ডাস্টার
ব্ল্যাক বোর্ড, ডেস্ক-বেঞ্চির 'পরে কান ধরে দাঁড়ানো
পিরিয়ডের পর পিরিয়ড গিলে খেয়ে
অক্ষর বিন্যাস,-
শব্দ আর সংখ্যার সমীকরন
যোগ-বিয়োগ-গুনফলের সঙ্গে
টাকলা মাকান-ইন্দিরা পয়েন্ট-পামীর মালভূমি
কিংবা 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' আর 'নির্জোট সম্মেলন' এর
সঙ্গে সঙ্গে ছুটির ঘন্টার উল্লাস ধ্বনি জীবনভর
মিলিয়ে যেতে যেতে ও কোনো মনে রাখে না।
ক্রমাগত কর্মহীনতার গ্লানিতে ধুকতে ধুকতে
কী মনে রাখতে পারে?
একটি মহাকাব্য, এপিটাফ-রবি ঠাকুরের 'শেষ প্রশ্ন'
কিংবা বিভূতিবাবুর পথের পাঁচালীর
এমন কী আস্ত একটি লিখিত সংবিধান
তার জনগন, আর রক্ষক সংসদ, সংসদেরও
কোনো মানেই হয়না।
কোনো মানেই হয়না দেশ,
পরিবার,ভাগ-বাঁটোয়ারা করে যাযাবরের জীবন

আর ফেলে আসা পিতৃ পুরুষের ভিটায়
গজিয়ে উঠা ঝোপঝাড়ে রাত বিরেতে তক্ষকের ডাক
বহুরূপী গিরগিটির রঙ বদলানো খেলা
ঘুঘু চরা আর কখনোই ঘুরে দাঁড়াতে
না পারার বেদনা।

এই সংসার, ঘর-গেরস্তি, সন্তান সন্ততি
বাজার হাট, রুজি রোজগার, খাওয়া-দাওয়া
উৎসব, সত্য-নিষ্ঠা অনুষ্ঠানঅনশন
দুর্নীতির বিরুদ্ধে নীতির অনশন
হাজারে হাজারে মানুষের ধর্ণা
অন্যায়-আবিচার-অত্যাচারের যুগ যুগান্তের
যন্ত্রনার অবসান কোনো নিরন্তর চলার
কোথায় শুরু কোথায় শেষ-
আসলে কোনো কিছুরই বিশেষ কিছু
মানে হয় না, অথচ আমরা লিখে যাই অবিচর
মাথা মুন্ডু.....

--- শ্রদ্ধেয় বিধান চন্দ্র দে